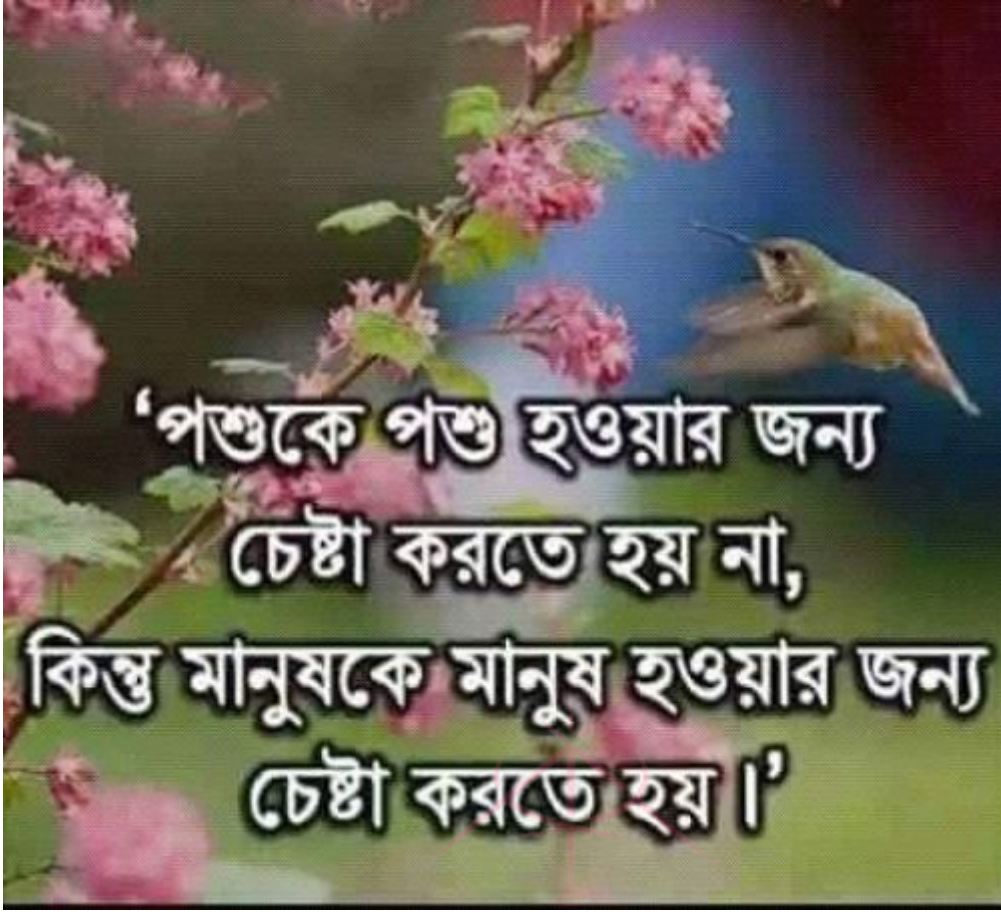




উপদেশ 02-03-2023

সত্ত্বগুণ ও বশিদ্ধ চিত্তের অধিকারী হলই যে কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ কৃপা লাভ করতে পারেন। চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে কউই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন না!

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

গুরুশক্তিই সাধককে পরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।---চাই শুধু গুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

বপিদে অধীর হইও না। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাও। একদিন আত্মশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

পূর্বজন্মের যোগসাধনার শুভ সংস্কারের ফলে তিনি যোগের পথে আপনা আপনি আকৃষ্ট হন।

যিনি বদ্যোক্ত জ্ঞানকান্ডের যোগের প্রকৃতি জানেন এবং যোগ অনুশীলন সম্পর্কে জানেন — এইরকম যোগীর কাছে বদ্যোক্ত জ্ঞানকান্ডের যোগের উপদেশে পেয়ে সাধক এই জন্মে পুনরায়, অতশীঘ্র বদ্যোক্ত জ্ঞানকান্ডের যোগের পথে উন্নতি লাভ করতে পারে।

শুধু কোন বই বা পুস্তক পড়ে আত্মবদ্যি বা ব্রহ্মবদ্যি সম্বন্ধে কণ্ঠচিহ্ন মাত্র জ্ঞান হয়, না কারণ এটি সম্পূর্ণ গুরুমুখী বদ্যি !

গুরুকৃপায়, গুরুমুখী বদ্যি প্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ার পর চৈতন্য আত্মদর্শন করে আত্মজ্ঞান লাভ হয় !

গুরু লাভের জন্য প্রবল আকুলতা থাকা আবশ্যিক নচেৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কোন কারনেই সদগুরু লাভ হয়, না— আর সদগুরুর লাভ না হলে গুরুমুখী বদ্যি প্রাপ্তির কোন প্রসঙ্গই থাকে না !

গুরুর প্রতি নিষিকাম প্রীতি ও ভক্তি দ্বারা আত্ম বদ্যি লাভ করা সম্ভব ! এই জীবনে তাকে জানলে সকল কর্ম বিনষ্ট হয়। কর্মফল নষ্ট হয়ে গেলে, অমৃত ধারণকারী মানুষ সদ্ধি লাভ করলে তাকে আর জন্ম নতি হয়, না।

এই জগৎ থেকেই পরমাত্মাকে জানা যায়। যারা জানে তারা অমৃত হয়ে যায়। সদগুরু ব্যতীত জ্ঞান বা প্রমে উভয়ই সম্ভব নয়।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

যতদিন গুরু তার কৃপা-প্রমে-করুণা শিষ্যের উপর রাখেন (শিষ্যের আচরণ বধি অনুসারে) ততদিন শিষ্যের আত্মোন্নতি ক্রমাগতভাবে উন্নত স্তরে গতিমান হয়।--  
-তাই প্রত্যেকে শিষ্যের উচিত নিজের কর্মচারিত্রিকি বাক্যের আচরণকে সীমা-পরিসীমা মধ্যে রেখে নিষ্ঠাবান হওয়া এবং নিষ্ঠাবান অবস্থা বজায় রাখা— তাহলেই গুরুর করুণা অব্যাহত ভাবে আপনা আপনি প্রবাহমান থাকে

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

গুরু ও দীক্ষা

"গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরুদেবে মহেশ্বর গুরুদেবে পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।"

একরে পর এক ধাপ ওপর উঠতে সাহায্যর গুনাবলী নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান সদগুরু। তিনি ঠিকি একইভাবে একরে পর এক উন্নতির ধাপ পরে যিতে সাহায্য করেন। আমাদের কানকে যদি যোনিধরা হয় তাহলে গুরুদত্ত বীজ হলো সেই বীর্ষ যা আমাদের শরীরে এবং মনে গিয়ে ভক্তিও বিশ্বাসে নিকিত হয়ে সৃষ্টিকরে জ্ঞানের ভ্রুণ। এই ভ্রুণটিকেই সযত্নে লালন করে তাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে সাহায্য করেন গুরু। তাই তাঁকে একাধারে পতি ও মাতা উভয়ই বলা হয়।

অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে তিনি শূভতবে আলোয় নিয়ে আসেন শিষ্যকে। কিন্তু যমেন সব শুকরাণু এবং ডিম্বানু নিকিত হয় না, তমেন যি কনো বীজ এই জ্ঞানের ভ্রুণ সৃষ্টিকরতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে জানা যায় না যে কনোটিনিকিত হব কন্তু এই ক্ষেত্রে গুরু জানেন যে কনোটিনিকিত এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারজন্য আসে সাধন চক্র বচিার। এখানই নির্ধারতি হয় শিষ্যর ইষ্ট। তারপর আসে সেই মহালগ্ন যখনে নির্ধারতি হয় কনো বীজ বপন করা হব শিষ্যর চতেনার মাটিতে যা অঙ্কুরতি হয়ে ছায়া দান করবে ভবিষ্যতে।

কন্তু এর কনোটাই হয় না যদি সময় না হয়। জ্যোতিষি আমাদের বলে দেয় সেই মহাক্ষনটি বলে দেয় আমাদের ইষ্ট হবে বা দবীর নাম। তাই সদগুরু ছাড়া আর কেউ নেই যিনি আমাদের উদ্ধার করতে পারেন এই দুঃখের সাগর থেকে। যদি গুরু না থাকে তাহলে পরম করুণাময় ঈশ্বরর কাছেই প্রার্থনা করতে হয় গুরুলাভের জন্য।

আপনি যেকনো সাধককে বা স্বয়ং শিবি কওে গুরুপদে বরন করে এগোতে পারেন। তিনিই প্রয়োজন বুঝে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন দেহধারী তাঁরই অংশীভূত কনো মানুষকে যিনি রক্ত মাংসের শরীরে আসলেও আপনার কাছে তিনি হবেন একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তিনিই হবেন আপনার সদগুরু।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

তুমিনিজিই নিজেরে শত্রু এবং সে' কথাটিই তোমার জানা নেই। তুমিস্থিতি হয়ে বসে থাকতে শেখনি সৎসঙ্গ করোনি-শাস্ত্র উপদেশে মনে চলনী- সদগুরুর অবশেষে করোনি-সদগুরুর উপদেশে মতন চলনী- সদগুরুর সেবা করোনি-সদগুরুর জ্ঞান উপদেশে কে হৃদয় ধারণ করো নি-ঈশ্বরর জন্মে সময় দিতেও শেখনি তাছাড়া তুমি ভীষণ অধৈর্য্যভাবে এক লাফে তুমি আত্মজ্ঞানের সাধনায় সদ্ধিলাভ হয়ে যাবে। বই পড়ে, ধর্মকথা শুনতে, কম্বা দানধ্যান করে তুমি আত্মজ্ঞানের সাধনায় সদ্ধিলাভ করতে পারবে না।

মনুষ্য জীবন সুদুরলভ জীবন খুব কষ্ট করে মানুষ জীবন পাওয়া গেছে তাই মনুষ্য জীবনের সৎ ব্যবহার করুন। ধর্মের পথে হাটলে কষ্ট ঠিকিই হব কন্তু জয় আপনারই হবে। কুকাঁজ করে নিজেরে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। অহংকার সবই ব্যর্থ কারণ আপনি এসব কিছুই সাথে নিয়ে যিতে পারবেন না।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

কলযিুগে বাস করেও কলরি প্রভাব থেকে কভিাবে মুক্ত হবো??

কলযিুগে শাস্ত্রের 4 টি ঘোরতর পাপকার্যের কথা উল্লেখ আছে। কলি যে 4 টি স্থানে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা হচ্ছে –

1. আহাৰ এর মধ্যে কলরি প্রভাব সবচেয়ে প্রবল- অসৎ পথে উপার্জিত আহাৰ বা পাপপথে উপার্জিত আহাৰ, শ্রাদ্ধ আহাৰ এবং অসৎ ভাবযুক্ত- তমোগুণ যুক্তদ্রব্যআহাৰ।

2. অবৈধ স্ত্রীসংগ / পুরুষ সংগ

3. যে কোন প্রকারের নশো- কর্ম (দ্যুতকরীড়া/তাস/পাশা/জুয়া....ইত্যাদি) বা ভাব যুক্ত নশো ( স্ত্রী / পুরুষ / কোন বিশেষ জমি জায়গা বা অন্য কোনো বিশেষ প্রাণী... ইত্যাদি ব্যাক্তির প্রতি আসক্তি) বা আহাৰ যুক্তনশো (ধূমপান/মদ্যপান)

4. যে কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাক্তির সংগ/ ক্ৰতাকারক ব্যাক্তির সংগ/ অসৎব্যাক্তরিসংগ / অবৈধ ব্যাক্তরিসংগ/ হিংসুটে ব্যাক্তির সংগ/ কুবুদ্ধি প্রদানকারী ব্যাক্তির সংগ

আমরা যদি উপরোক্ত চার প্রকার কলরি প্রভাব যুক্ত এইগুলো কে সাবধানে এড়িয়ে চলতে পারি তাহলে আমরা কলযিুগে বাস করেও কলরি প্রভাব থেকে অনকোংশে মুক্ত থাকতে পারবো

\*\*\*\*\*

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা

ততো নাপতৈযিঃ সো পযিত্যধঃ সুকৃতাং চ্যুতঃ ॥ ....শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৪/১৭)

“ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের বা গুরুর নিন্দা শোনা মাত্রই কটে যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহলে তিনি সাধনমার্গ থেকে অধঃপতন হন।”

করণ্টো পখিয, নরিযিাদ যদকল্প ঈশে ধর্মাবতিষশ্রণভিনিভরিস্যমানে ।

ছিন্দিযাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে জ্জহিবামস্নপতিততো বস্জিৎ স ধর্মঃ ॥  
... ... (১০/৭৪/৪০)

“ যদি কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে ধর্মের / ঈশ্বর এবং ভগবানের ভক্তের বা গুরুর নিন্দা করতে শোনা যায়, তাহলে যে কোন ব্যক্তির কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত এবং পৃথিবী উলট-পালট হলেও কখনো সেই নিন্দুককে মুখ দর্শন করা উচিত নয়.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

দীক্ষা গ্রহণের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই হবে, আত্মকি উন্নতি লাভ। দীক্ষার মান কে ছিঁলে খেলো? দীক্ষার মান নেব জন্ম লাভ। নতুন করে আত্মকি উন্নতি জীবন-যাত্রা আরম্ভ করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য।

অতীতের পাপময়, সংস্কার-গুলির হাত এড়িয়ে নতুন করে জীবনের পথ চলতে আরম্ভ করা।

\*\*\*\*\* রোগ সারাবার জন্ম, মোকদ্দমার জয়ের জন্ম, স্বামী-বশীকরণের জন্ম, স্ত্রী বাধ্যকরণের জন্ম, পরীক্ষায় পাশের জন্ম, চাকুরী পাবার জন্ম, পুত্র লাভের জন্ম প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করার মনোবৃত্তি দিশে থেকে দূর করে দিতে হবে।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

সং - সঙ্গ

যনি সত্যকে জানিয়া - সত্যের ধ্যান, জ্ঞান এবং সত্য লাভের আচরণ এবং যনি নিজের জীবনকে সত্য মার্গে শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিচালনা করিয়াছেন তাহাকেই শাস্ত্রে সং ব্যাক্তি বলিয়াছেন।

এইরকম শাস্ত্রলক্ষণ সম্পন্ন সং ব্যাক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র কথা বা ঈশ্বরতত্ত্ব কথা শ্রবণ করাকে উপদেশ বা শাস্ত্রীয় পরামর্শকে সং সঙ্গ বলে।

শাস্ত্রীয় সং ব্যাক্তির স্বাত্তিকি আলোচনা বা উপদেশে সূর্যের জ্যোতির মতন অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করে ইহা স্বাত্তিকি আনন্দবর্ধক, বচিবর্ধক, জ্ঞানবর্ধক, বুদ্ধি ও বিবেকবর্ধক।

সং ব্যাক্তি যদি উপদেশে নাও দিয়ে তবুও তাঁর সঙ্গ সঙ্গলাভের দ্বারা বহু সং কর্মের শিক্ষা লাভ হয়। অথবা যে কোনো বিষয়ের কার্যস্থলে বা কাজ করতে করতে সং ব্যাক্তির সাথে যে কথা বার্তা হয় সেগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ থাকে। অর্থাৎ, সং ব্যাক্তি বা প্রকৃত সাধু সঙ্গ কার্যবশত হোক বা মটনবশত হোক আর উপদেশে বশতই আত্মউন্নতির পথে সর্বদা জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মনই মানুষগুণের বন্ধন এবং মোক্ষ এর কারণ। কামনা ও আসক্তি যুক্ত মনই বন্ধনের কারক হয়। আর নিষ্কাম ও নিরাশক্তি মোক্ষের কারক হয়।

সং ব্যাক্তির বা প্রকৃত সাধু ব্যাক্তির উপদেশ বা সঙ্গ নিরাশক্তি ও নিষ্কাম হবার প্ররোচনা দিয়ে। তাই সং সঙ্গ ব্যাক্তি মুক্তি লাভের কোনো উপায় নাই। তাই আত্মউন্নতিতে আগ্রহবান ব্যাক্তি সযত্নে সর্বদা সংসঙ্গ লাভের চেষ্টা করবে।

জীবনে যখনই সময় হইবে সৎ সঙ্গ বা সাধুসঙ্গ করা উচতি নজিরে আত্মউন্নতির  
জন্য।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

যনি অবদ্যার মাধ্যমে অহংবোধের এই অন্তর্নহিতি অনুভূতি, মানুষের শারীরিক  
সত্তায়, অজ্ঞতা পরিত্যাগ করেন-- অহং ও তার পরবিশে থেকে উদ্ভূত সমস্ত  
ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করে এবং অহং ও আত্মার বচ্ছদে ঘটায়, এবং যোগ, সমাধির  
আনন্দময়, ধ্যানের মহাজাগতিকি ভগবানের সাথে মলিনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির  
বাধ্যতামূলক শক্তি থেকে বচ্ছিন্ন হয়। যটি স্ব এবং আত্মার মধ্যে অলীক  
দ্বিধাবিকৃতিকে স্থায়ী করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্রবীভূত করে। সমাধিতে,  
মহাজাগতিকি স্বপ্নের মায়া শেষ হয়, এবং পরম সত্তার বিশুদ্ধ মহাজাগতিকি চতেনার  
সাথে একাত্ম হয়, জাগ্রত হয়, পরমানন্দময়, স্বপ্ন - চরিত্র-অস্তিত্বশীল, চরিত্রতেন,  
চরিত্র-জীবিত আনন্দ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

আমার মধ্যেই আমার মালিক, প্রদা খুলিয়া গুরু ইহা দেখাইলেন। দশদিক পূর্ণ হইয়া  
আছে সরোবর, অথচ পাখি (জল না পাইয়া) পিয়াসি হইয়া চলিল।

মানস সরোবরের মধ্যেই তো জল, পিয়াসি যত সো আসিয়া পান করে, প্রেমের সরে  
প্যালা ভরিয়া ভরিয়া (গুরু) নজি হাতে করান পান। অন্তরের উপলব্ধির উপায়।

সদগুরু আসিয়া ব্যথার আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইয়া দেন। কিন্তু, জাগরণ ও সাধনা  
সত্য হওয়া চাই, আমাদের অন্তরের সত্যকে জাগাইয়া তোলা চাই, নহিলে সাধনাত  
বাহিরেরে অপরমিয়ে ঐশ্বর্যও যদি লাভ হয় কোনও লাভ নাই,

অন্তরে নামের প্রদীপটি জ্বালাইয়া লও।

প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষত্বের অমূল্যনধি আছে, গুরু-দত্ত প্রদীপ পাইলে তবে  
তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

সাধনা মনের অপবিত্রতার বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ভয়,  
বনিষ্ট হলে মন পবিত্র হয়। ঐশ্বরিক জীবন পরিচালনা করুন, ঐশ্বরিক জীবন যাপন  
করুন এবং সর্বত্র ঐশ্বরিক জীবনের আলো জ্বালান। আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত  
স্বভাবের অটুট মাধুর্য বজায় রাখা, খাঁটি এবং কোমল হওয়া এবং সব পরিস্থিতিতে  
বৈদিক অনুশাসনে অটুট থাকা।”

\*\*\*\*\*

গুরুর কৃপা, গুরুর আশীর্বাদ ও গুরুর শুভদৃষ্টিলাভই গুরুদর্শন। গুরুর নরিদদশে মত চলা, গুরুর আদশে উপদশে প্রতপালন ও তাঁহার নরিগীত নরিদ্ধারতি পথে চলার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

গুরুর আদশেকই শিষ্য একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিয়া মানিয়া চলবি। শিষ্য গুরুকে সতত যরুপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার আদশেকও সর্ব্বদা সেইরুপ চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া মানিয়া চলবি।

গুরুর আদশেই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

শিষ্যের যাবতীয় বভিন্নম-বভিন্নান্ত-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙগিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, যাবতীয় দুঃখ-দনৈষ-দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া এই আদশেই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখবি; সুতরাং এই আদশেক সতত স্মরণ মননে নদিধিয়াসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।

মনকে সর্ব্বদা গুরুমুখী করিয়া রাখাই শিষ্যের একমাত্র তপস্যা ও আরাধনা। সব রকম কাজের ভতির দিয়া চলাফরোর সঙ্গে সঙ্গে বহরিমুখী মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারলি বাহরিরে কোন রকম বাজে আবহাওয়া শিষ্যকে কোন ভাবে কোন রকমে ধরিতে ছুঁইতে স্পর্শ করিতে পারবি না।

এই বধিান সব সময় মানিয়া চললি শিষ্য আর কখনও কোনরূপে বপিদগ্রস্ত হইবে না।

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্শত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নি ও গুরুকে স্পর্শ করিয়া আমি যে সুমহান্ ব্রত ও নয়িম গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকতিও সেই ব্রত ও নয়িম লঙ্ঘন করবি না। গুরুর আদশে প্রতপালনেই শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ যাবতীয় বাসনার নাশ হইয়া থাকে।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ওঁ অজ্ঞানতমিরিন্দস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অনুবাদঃ- অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়.ছেলি এবং আমার গুরুদবে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দয়ি. আমার চক্ষু উন্মীলতি করছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতিনিবিদেন করি।

বন্দহেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরু

অনুবাদঃ- আমি আমার গুরুদবের পাদপদ্মে শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতিনিবিদেন করি।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

পশুদরে তুলনায়. মনুষ্যজীবন অনেকে উন্নত, কারণ পশুজীবনে আত্মজ্ঞান - পরমাত্মা জ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমমুক্তি বা মোক্ষলাভ করা সম্ভব হয় না, মনুষ্য শরীরেই কেবল তা সম্ভব, কিন্তু মনুষ্য শরীর লাভ করেও যদিকটে আত্মজ্ঞান - পরমাত্মা জ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমমুক্তি বা মোক্ষলাভ এর পথে না যায়. তাহলে তার এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন বৃথা জীবন বলা হয়! "

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

গুরু নন্দা মহাপাপ

শাস্ত্রের কথা :-

1."গুরুনন্দা মহাপাপম, গুরুনন্দা মহাভয়, গুরুনন্দা মহাদুঃখ, তস্য পাতকম ন পরম".... স্কন্দপুরাণে

অনুবাদ:- গুরুনন্দা মহাপাপ, গুরুনন্দা বড়. ভয়, গুরুনন্দা বড়. দুঃখ, এর চেয়ে বড়. পাপ আর নেই।

2. নন্দাংগুরু শৃংবন্ তৎপরস্য জনস্য বা

ততো নাপতৈযিঃ সো পিয়াত্য়ধঃ সুকৃতাং চ্যুতঃ ॥ ....শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৪/১৭)

অনুবাদ:-“ গুরুর নন্দা শোনা মাত্রই কটে যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহলে তিনি সাধনমার্গ থেকে অধঃপততি হন।”

3. কর্ণটো পথিযা. নরিযাদ যদকল্প ঈশে ধর্মাবতিষ্রগভিনিভরিস্যমানো ।

ছিন্দিযাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে জ্জহিবামস্নপতিততো বস্জিৎ স ধর্মঃ ॥

... ... শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৭৪/৪০)

অনুবাদ:-“ যদি কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে গুরুর বা ধর্মের / ঈশ্বর এবং ভগবানের ভক্তের নন্দা করতে শোনা যায়, তাহলে যে কোন ব্যক্তির কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত এবং পৃথিবী উলট-পালট হলেও কখনো সেই নন্দিকরে মুখ দর্শন করা উচিত নয়.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

অর্থ কম থাকুক, যোগ্যতা কম হোক কিন্তু আপনার কথা, ব্যবহার, আচরণ, মানসিকতা এগুলো যেন সুন্দর এবং মার্জনীয় হয়

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

যে ব্যাক্তি কৰ্মেন্দ্ৰিয়, সংযত রেখে মনে মনে ইন্দ্ৰিয়ভোগ্য বিষয়গুলি চিন্তা করে তাকে মথিয়াচারী বলে।.....শ্রীকৃষ্ণ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

মানুষের আড়ালে মানুষের বিরুদ্ধে মথিয়া কথা বলে হয়তো সম্পর্ক নষ্ট করা যায়।  
কিন্তু কখনো নিজের নষ্ট চরিত্রকে সংশোধন করা যায় না।

\*\*\*\*\*  
\*\*

যনি অবদ্যার মাধ্যমে অহংবোধে এই অন্তর্নহিতি অনুভূতি, মানুষের শারীরিক সত্তায়, অজ্ঞতা পরিত্যাগ করেন-- অহং ও তার পরবিশে থেকে উদ্ভূত সমস্ত ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করে এবং অহং ও আত্মার বচ্ছদে ঘটায়, এবং যোগ, সমাধির আনন্দময়, ধ্যানের মহাজাগতকি ভগবানের সাথে মলিনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির বাধ্যতামূলক শক্তি থেকে বচ্ছিন্ন হয়। যেটি স্ব এবং আত্মার মধ্যে অলীক দ্বিধাবিক্তিকে স্থায়ী করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্রবীভূত করে। সমাধিতে, মহাজাগতকি স্বপ্নের মায়া শেষ হয়, এবং পরম সত্তার বিশুদ্ধ মহাজাগতকি চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে জাগ্রত হয়, পরমানন্দময়, স্বপ্ন - চরিত্র-অস্তিত্বশীল, চরিত্রতেন, চরিত্র-জীবিত আনন্দ।

